রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

ঢাকা-১২১৫।

নং-২৬.০২.০০০০.০০৬.৫৮.৬১৯.১৬.২২০

তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১৭ খ্রিঃ।

প্রেস রিলিজ

০১ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পশ্চিম পাশের মাঠে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৮ এর ২৩তম আসরের পর্দা উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মেলাটির শুভ উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ও মাননীয় সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ও এফবিসিসিআই এর মাননীয় সভাপতি উপস্থিত থাকবেন। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১৯৯৫ সাল থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করে আসছে।

২। <u>প্রাথমিক তথ্য ঃ</u>

১	মেলার মেয়াদকাল	০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮
২	মেলার দৈনিক সময়কাল	সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে রাত ১০.০০ ঘটিকা পর্যন্ত
৩	মেলা মাঠের আয়তন	৩১.৫৩ একর (১৩,৭৩,৪৪৭ বর্গ ফুট, মেলা মাঠ সংলগ্ন গাড়ী পার্কিং স্পেসসহ)। স্টল, প্যাভিলিয়ন, রেঁস্তোরা ও অন্যান্য স্থাপনা দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান প্রায় ৬ লক্ষ বর্গফুট।
৪	প্রবেশ টিকেটের মূল্য	প্রাপ্ত বয়স্ক টাঃ ৩০/-, অপ্রাপ্ত বয়স্ক টাঃ ২০/-।

৩। <u>মেলা প্রাঙ্গনে স্টল, প্যাভিলিন প্রভৃতি বরাদ্দের সংখ্যা/তথ্য ঃ</u>

ধরণ	লে-আউট প্লান অনুযায়ী বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত সংখ্যা	বরাদ্দ সংখ্যা
প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন (৫০′×৫০′)	৬৫টি	৬৫টি
সাধারণ প্যাভিলিয়ন (৫০′×৫০′)	১৫টি	১৫টি
বিদেশী প্যাভিলিয়ন (৫০′×৫০′)	২৬টি	২৬টি
সংরক্ষিত প্যাভিলিয়ন (৫০′×৫০′)	০৬টি	০৬টি
সাধারণ মিনি প্যাভিলিয়ন (২৫′×২৫′)	২৮টি	২৮টি
প্রিমিয়ার মিনি-প্যাভিলিয়ন (২৫′×২৫′)	৩৭টি	৩৭টি
বিদেশী মিনি-প্যাভিলিয়ন (২৫′×২৫′)	০৫টি	০৫টি
সংরক্ষিত মিনি-প্যাভিলিয়ন (২৫′×২৫′)	০৭টি	০৭টি
প্রিমিয়ার স্টল (১৮′×২০′)	৭২টি	৭২টি
বিদেশী প্রিমিয়ার স্টল (১৮′×২০′)	১৩টি	১৩টি
সাধারণ স্টল (১৫′×২০′)	২৬১টি	২৬১টি
ফুড স্টল	৩১টি	৩১টি
সংরক্ষিত মহিলা স্টল	২০টি	২০টি
রেস্তোঁরা (৫০′×৫০′)	০৩টি	০৩টি
মোট	৫৮৯টি	৫৮৯টি

- বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট প্যাভিলিয়নের সংখ্যা-১১২টি
- বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট মিনি-প্যাভিলিয়নের সংখ্যা-৭৭টি
- বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট স্টলের (রেস্তোঁরাসহ) সংখ্যা-৪০০টি

৪। মেলার অবকাঠামো/অন্যান্য সার্ভিস সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক্রঃ	অবকাঠামো/সার্ভিস/ব্যবস্থাপনার নাম	সংখ্যা
১	বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন	১
২	ফ্লাওয়ার গার্ডেন (অর্কিডসহ)	১০টি স্পটে
৩	ই-শপ	১
৪	শিশু পার্ক	২
৫	ডিআইটিএফ সেক্রেটারিয়েট	১
৬	স্টোর রুম	২
৭	সিকিউরিটি সার্ভিস রুম	১
৮	পুলিশ ও র‍্যাব ওয়াচ টাওয়ার	(১০+২) ১২
৯	তথ্য কেন্দ্র	১
১০	ডরমিটরী	৫
১১	টয়লেট	১২ স্পটে (১২টি পুরুষ ব্লক + ১২টি মহিলা ব্লক)
১২	মসজিদ	১
১৩	টিকেট কাউন্টার	৫০
১৪	ট্রাফিক বুথ	৩
১৫	আমব্রেলা সার্কেল	২০
১৬	কার পার্কিং	৭৫০
১৭	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন	১
১৮	জেনারেটর স্টেশন	২
১৯	বিদ্যুৎ সাব স্টেশন	২
২০	ওয়াটার রিজার্ভার	২
২১	পাম্প হাউজ	২
২২	প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার	১
২৩	মা ও শিশু কেন্দ্র	২
২৪	রক্ত সংগ্রহ কেন্দ্র	২
২৫	মেইন গেট	১
২৬	দ্বিতীয় গেট	১
২৭	সার্ভিস গেট	১
২৮	ভিআইপি গেট	১
২৯	ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম	১
৩০	ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কক্ষ	১
৩১	হাজত খানা/কক্ষ	২
৩২	উন্মুক্ত বেঞ্চ	৬০

৫। অন্যান্য তথ্য ঃ

০১.	মেলায় বিদেশী অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	ঃ	ডিআইটিএফ-২০১৮ ১৭টি দেশের ৪৩টি প্রতিষ্ঠান ✦ অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ হচ্ছে- থাইল্যান্ড, ইরান, তুরস্ক, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, চীন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান, হংকং, সিংগাপুর, মরিশাস ও দক্ষিণ কোরিয়া।
০২.	ডিআইটিএফ এর উদ্দেশ্য	ঃ	(ক) দেশী/বিদেশী ভোক্তাগণকে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার সাথে পরিচিত করা; (খ) সুস্থ্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদনকারীগণ-কে নিত্য নতুন এবং অধিকতর মানসম্পন্ন পণ্য নিয়ে ভোক্তার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা; (গ) ক্রেতা-বিক্রেতা/উৎপাদনকারীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ সৃষ্টি করা; (ঘ) উৎপাদনকারীদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, পণ্যের মাঝে বৈচিত্র্য আনয়ন, পণ্য মূল্যের ভারসাম্য রক্ষা এবং উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; (ঙ) বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা সম্পর্কে বিদেশি অংশগ্রহণকারী ও পরিদর্শনকারীদেরকে অবহিতকরণ; (চ) উৎপাদনকারীদের-কে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

০৩.	অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডিআইটিএফ এর ভূমিকা	ঃ	দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডিআইটিএফ অনন্য ভূমিকা পালন করে। দেশের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ বাজার সুসংহতকরণসহ নতুন নতুন পণ্য ও সেবার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে ব্যবসার সম্প্রসারণ করে থাকে। এছাড়া শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানি আদেশ প্রাপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে ডিআইটিএফ আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ইতিবাচক রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। ডিআইটিএফ এর অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্যাভিলিয়ন এবং মিনি-প্যাভিলিয়ন নির্মাণ ও সজ্জিতকরণ কাজে প্রচুর জনবলের প্রয়োজন হয়। এতে করে দক্ষ, অদক্ষ এবং অর্ধদক্ষ জনবলের মৌসুমী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। ডিআইটিএফ এর মাধ্যমে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং কাজে সংশ্লিষ্ট ফার্মসমূহ তাদের ইনোভেটিভ কর্মকান্ড ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। ডিআইটিএফ এর মাধ্যমে দেশের ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং খাতের সুনাম আন্তর্জাতিক অঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া ডিআইটিএফ দেশের সার্ভিস সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
০৪.	বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন তৈরী	ঃ	গত বারের তুলনায় এ বছর বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন আকারে প্রায় দিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রেক্ষিতে এবার সুন্দর ও নান্দনিকভাবে বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন তৈরী করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নের ভিতরে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ২৬টি চিত্রকর্ম প্রদর্শন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, প্যাভিলিয়নের ভিতরে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনের জন্য একটি থিয়েটার কক্ষ রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক বিভিন্ন আলোকচিত্রও প্রদর্শন করা হবে প্যাভিলিয়নে। বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান, বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক ছাড়াও যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে নেয়ার প্রকৃত ইতিহাস সকলের নিকট বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরারও প্রয়াশ নেয়া হয়েছে।
০৫.	ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর ডিআইটিএফ	ঃ	✦ ডিআইটিএফ-২০১৮ এর যাবতীয় তথ্যাদি স্টেকহোল্ডাদের সার্বক্ষণিক অবগত রাখার জন্য ডিআইটিএফ ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন এন্ড প্রমোশন প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। রপ্তানির টেকসই উন্নয়নে টেকনোলজি শ্লোগানকে সামনে রেখে গৃহীত এ প্রোগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-টাচ-স্ক্রীন সম্বলিত ডিআইটিএফ এক্সপেরিয়েন্স সেন্টর, ই-লিস্টিং অব পার্টিসিপেন্টস, মেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার, মেলার ওপর মোবাইল এ্যাপস, অনলাইনে ডিজিটাল প্রচারণা ইত্যাদি। ✦ www.ditf-epb.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অন-লাইনে ডিআইটিএফ-২০১৮ এর আবেদন পত্র পূরণ এবং দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ✦ ডিআইটিএফ-২০১৮ এ অনলাইনের মাধ্যমে প্রবেশ টিকেট ইজারা ক্যাটাগরীর দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ✦ ডিআইটিএফ-২০১৮ এ অনলাইনে অংশগ্রহণকারীদের পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
০৬.	নিরাপত্তা ব্যবস্থা	ঃ	ডিআইটিএফ-২০১৮ এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীদের পকেটমারসহ দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত সংখ্যক আনসার ও ভিডিপি, পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, বিজিবি ও র‍্যাব নিয়োজিত থাকবে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিকট হতে কোন প্রকার অভিযোগ আসলে তা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে মেলা প্রাঙ্গণে প্রয়োজনীয় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত থাকবে। আনসার, পুলিশ, র‍্যাব মেলা প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের বাইরে নিয়মিত টহল দেয়া হবে। এছাড়া সার্ভিস গেইট ও ভিআইপি গেইট এর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রোভার স্কাউট মেলা প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হবে।
০৭.	পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামরা স্থাপন	ঃ	নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় ডিআইটিএফ-২০১৮ মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, প্রবেশ গেইট, পার্কিং এরিয়া এবং চারপাশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মেলায় ১০০টি সিসিটিভি স্থাপনের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হবে। মেলার নিরাপত্তা দায়িত্বে নিয়োজিত ডিএমপি সিসিটিভি মনিটর করার দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে মেলার পার্কিং এরিয়াতে সিসি টিভির ব্যবস্থা করা হবে। মেলার প্রবেশ গেইটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা থাকবে।
০৮.	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	ঃ	ডিআইটিএফ-২০১৮ এর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত সার্বিক কর্মকান্ড ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। মেলার বিভিন্ন স্পটে পুরুষ ও মহিলা আলাদা টয়লেট থাকবে। যার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আলাদাভাবে পুরুষ ও মহিলা পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োজিত থাকবে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শতাধিক পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োজিত থাকবে এবং ২০০ শতাধিক প্লাস্টিকের ডাস্টবিন স্থাপন করা হবে।
০৯.	অগ্নিঘটিত দুর্ঘটনা মোকাবেলায় পদক্ষেপ	ঃ	ফায়ার ব্রিগেড গাড়ীসহ প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করবে।
১০.	প্রদর্শিত প্রধান প্রধান পণ্য	ঃ	দেশীয় বস্ত্র, মেশিনারীজ, কার্পেট, কসমেটিক্স এ্যান্ড বিউটি এইডস, ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্সস, পাট ও পাট জাত পণ্য, গৃহ সামগ্রী, চামড়া/আর্টিফিসিয়াল চামড়া ও জুতাসহ চামড়া জাত পণ্য, স্পোর্টস গুডস, স্যানিটারীওয়্যার, খেলনা, স্টেশনারী, ক্রোকারিজ, প্লাস্টিক, মেলামাইন পলিমার, হারবাল ও টয়লেট্রিজ, ঘড়ি, হোম এ্যপ্লায়েন্স, ইমিটেশন জুয়েলারী, সিরামিকস, টেবলওয়্যার, ক্যাবল, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ফাস্টফুড, আসবাবপত্র ও হস্তশিল্পজাত পণ্য, নোভেলেটি এবং উপহার সামগ্রী, কনস্ট্রাকশন সামগ্রী, হোম ডেকর, ফার্নিচার ইত্যাদি।

	নতুনত্ব		...স্টেকহোল্ডারদের সার্বক্ষণিক অবগত রাখার জন্য ডিআইটিএফ ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন এন্ড প্রমোশন প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। "রপ্তানির টেকসই উন্নয়নে টেকনোলজি" শ্লোগানকে সামনে রেখে গৃহীত এ প্রোগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল - টাচ-স্ক্রীন সম্বলিত ডিআইটিএফ এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার, মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ক্যাটাগরীর প্রতিষ্ঠানের ই-লিস্টিং, মেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার, মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্যাভিলিয়ন, মিনি-প্যাভিলিয়ন, রেস্তোঁরা, স্টল ও অন্যান্য স্থাপনার নম্বর/স্পেস/অবস্থানসহ ডিআইটিএফ-এর সকল তথ্য সম্বলিত এন্ড্রয়েড মোবাইল এ্যাপস, অনলাইনে ডিজিটাল প্রচারণা ইত্যাদি। (খ) বাণিজ্য মেলা-২০১৮ এর সম্পূর্ণ ভেন্যুকে পর্যায়ক্রমে ৩৬০° ভার্চুয়াল ট্যুর এর আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। Google Street View (গুগল স্ট্রিট ভিউ), ওয়েব-সাইট, ফেইসবুক, গুগল এ দেশ-বিদেশ থেকে যে কেউ, যে কোন সময় অনলাইনে VR Goggles-এর সাহায্যে অনলাইনে বসে বাণিজ্য মেলা ভ্রমণের অনন্য অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবে। (গ) ভার্চুয়াল বাণিজ্য মেলার পাশাপাশি বাণিজ্য মেলার বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নকেও সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নের ৩৬০° ইনসাইডসহ বঙ্গবন্ধুর দূর্লভ ছবি, তাঁর জীবনের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র www.ditflive.com, www.bangabandhupavilion.com/org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উপভোগ করা যাবে। (ঘ) এবারের বাণিজ্য মেলার বিশেষ আকর্ষণ মেলা মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের একটু মানসিক বিনোদন দেয়া এবং নতুন প্রজন্মকে দেশের কৃষ্টি-কালচার, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে দেশের কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি ভিত্তিক সুষ্ঠ্য ধারার বিনোদন পরিবেশনের জন্য সপ্তাহে একদিন বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। (ঙ) বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি 3D Truck -এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন স্টলের পাশে প্রদর্শন। (চ) ডিআইটিএফ-২০১৮ এর লে-আউট প্ল্যান এবার ডিজিটাল ব্লো-আপ বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।
১২.	অন্যান্য আয়োজন	ঃ	✦ মা ও শিশু কেন্দ্র-০২টি। ✦ শিশু পার্ক-০২টি। ✦ সুন্দরবনের আদলে ইকো পার্ক-০১টি। ✦ ডিআইটিএফ-২০১৮ এ পর্যাপ্ত সংখ্যক কার পার্কিং সুবিধা রাখা হয়েছে। পূর্বের ন্যায় ভিআইপি কার পার্কিং এরিয়া রয়েছে। ✦ খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর পৃথক বুথ। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলার বাহিনীর সদস্যসহ গঠিত টিম মেলা চলাকালীন সময় প্রত্যহ ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করবেন।

❖ বাণিজ্য মেলা সম্পর্কিত তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ ঃ

০১) জনাব শুভাশীষ বসু
সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ০২-৯৫৪৫০০৬

০২) জনাব বিজয় ভট্টাচার্য্য
ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), ইপিবি
ফোন ঃ ০২-৫৫০১৩২৫৪

০৩) জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান
সচিব (যুগ্ম-সচিব), ইপিবি ও পরিচালক, ডিআইটিএফ-২০১৮ সচিবালয়
ফোন ঃ ০২-৫৫০১৩৪২০

০৪) জনাব মোহাম্মদ আবদুর রউফ
উপ-পরিচালক (অর্থ) (উপসচিব), ইপিবি ও সদস্য-সচিব, ডিআইটিএফ-২০১৮ সচিবালয়
ফোনঃ ০২-৫৮১৫০৩৭০ / ০১৭২০৪০৩৯৩৭